''ব্রাহ্মণ জীবনের ফাউন্ডেশন - দিব্য বুদ্ধি আর আত্মিক (রুহানী) দৃষ্টি''

আজ দিব্য বুদ্ধি বিধাতা আর আত্মিক দৃষ্টির দাতা বাপদাদা চতুর্দিকের দিব্য বুদ্ধি প্রাপ্তকারী বাচ্চাদেরকে দেখছেন । প্রতিটি ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের এই দুটি বরদান জন্ম থেকেই প্রাপ্ত হয়েছে। দিব্য বুদ্ধি আর আত্মিক দৃষ্টি - বার্থ রাইট হিসেবে সকলে পেয়েছে। এই বরদান হল ব্রাহ্মণ জীবনের ফাউন্ডেশন । জীবন পরিবর্তন বা মরজীবা জন্ম, ব্রাহ্মণ-জীবন এই দুটি প্রাপ্তিকেই বলা হয় । পাস্ট জীবন আর বর্তমান ব্রাহ্মণ-জীবন - দুয়ের মধ্যে প্রভেদ বিশেষতঃ এই দুটির কারণেই। এই দুটি বিষয়ের উপরে সঙ্গমযুগী পুরুষার্থীদের নম্বর হয়ে থাকে। এই দুটি বিষয়কে সর্বদা প্রতিটি সংকল্পে, বোল'এ, কর্মে যে যতখানি ইউজ করবে সে ততখানি সামনের নম্বর নেবে। আত্মিক দৃষ্টি, দৃষ্টির দ্বারা বৃত্তি, কৃতি (কর্ম) স্বতঃতই বদলে যায়। দিব্য বুদ্ধির দ্বারা নিজের প্রতি, সেবার প্রতি, ব্রাহ্মণ পরিবারের সম্বন্ধ সম্পর্কের প্রতি সদা এবং স্বতঃত প্রতিটি বিষয়ের জন্য যথার্থ নির্ণয় হয়ে থাকে, তবে নির্ণয়ের আধারেই নিজে, সেবা, সম্বন্ধ-সম্পর্ক যথার্থ শক্তিশালী হয়ে যায়। মূল বিষয়ই হল 'দিব্য দৃষ্টি আর দিব্য বুদ্ধি' ।

আজ বাপদাদা সকল বাচ্চাদের দিব্য বুদ্ধিকে চেক করছিলেন। সবথেকে প্রথমে দিব্য বুদ্ধির প্রথম পরখ - তারা সর্বদা বাবাকে, নিজেকে আর প্রত্যেক ব্রাহ্মণ আত্মাকে তারা যে যেরূপ সেই রূপে জেনে সেই রূপে বাবার থেকে যতখানি নিতে চায় তারা সেই অধিকার সদা প্রাপ্ত করতে থাকে। বাবা তাকে যেমন বানিয়েছেন, সেবার নিমিত্ত রেখেছেন, বাবা ব্রাহ্মণ জীবনের যে যে বিশেষত্ব বা দিব্য গুণ গুলি দিয়েছেন, যেরূপ নিমিত্ত বানিয়েছেন - সেই রকম নিজেকে নিজে চিনে সেই অনুসারে নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যায়। তার সাথে সাথে প্রত্যেক ব্রাহ্মণ আত্মার সাথে, যে আত্মা যেমন বিশেষত্ব সম্পন্ন, যেই গুণের অধিকারী, যে সেবার যোগ্য, যেইরূপ পুরুষার্থের গতিতে চালিত হওয়া - প্রত্যেককে, যে যেইরূপ সেই রূপে জেনে সেই আত্মার থেকে, সেই বিধিতে সম্পর্কে আসে কিম্বা তাকে এগিয়ে নিয়ে যায় - একেই বলা হয় বাবাকে, নিজেকে আর ব্রাহ্মণ আত্মাদেরকে, তারা যে যেমন তাকে সেই ভাবে জেনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। এটাই হল দিব্য বুদ্ধির প্রথম পরখ।

দিব্য বুদ্ধি অর্থাৎ হোলিহংস বুদ্ধি। হংস অর্থাৎ স্বচ্ছতা, ক্ষীর আর নীরকে বা মুক্তো আর পাথরকে চিনে মুক্তোকে আহরণকারী। তারা জানে যে এটা হল কাঁকর আর এটা হল মুক্তো, কাঁকরকে ধারণ করতে হয় না। সেইজন্য হোলিহংস সঙ্গমযুগী জ্ঞান-স্বরূপ বিদ্যা দেবী "সরস্বতী"র বাহন। তোমরা সবাই হলে জ্ঞান-স্বরূপ, সেইজন্য বিদ্যাপতিও বা বিদ্যা দেবী তোমরা। এই বাহন হল দিব্য বুদ্ধির লক্ষণ । তোমরা সব ব্রাহ্মণেরা, বুদ্ধি যোগের দ্বারা তিন লোকের পরিভ্রমণ করে থাকো। বুদ্ধিকেও তো বাহন বলা হয়। এই দিব্য বুদ্ধির বাহন হল সকল বাহনের থেকে তীব্র গতির। দিব্য বুদ্ধিকে বুদ্ধিবলও বলা হয়ে থাকে। কেননা বুদ্ধিবলের দ্বারাই বাবার থেকে সর্ব শক্তি গুলিকে ক্যাচ্ করতে পারো। সেইজন্য বুদ্ধিবল বলা হয়ে থাকে। যেমন সায়েন্সের বল রয়েছে । সায়েন্সের বল কতই না জাগতিক চমৎকারিত্ব দেখিয়ে থাকে। এমন অনেক বিষয় যেগুলোকে মানুষের অসম্ভব বলে মনে হয়, তাকেও সম্ভব করে দেখায়। কিন্তু তা হল বিনাশী বল। সায়েন্স হল বুদ্ধিবল, কিন্তু দিব্য-বুদ্ধিবল নয় । সংসারী বুদ্ধি রয়েছে, সেইজন্য সংসারের বিষয়ে, প্রকৃতির বিষয়েই ভাবতে পারে আর করতে পারে। দিব্য বুদ্ধি বল মাস্টার সর্বশক্তিমান বানায়। পরমাত্মাকে চেনা, পরমাত্ম-মিলন, পরমাত্ম-প্রাপ্তির অনুভূতি করায়। দিব্য বুদ্ধি যা চাই, যেভাবে চাই, অসম্ভবকে সম্ভব করিয়ে থাকে। দিব্য বুদ্ধির দ্বারা সকল কর্মে পরমাত্ম-পিওর (পবিত্র) টাচিং অনুভব করে সকল কর্মে সফলতার অনুভব করতে পারে। দিব্য বুদ্ধি যে কোনো প্রকারের মায়ার আক্রমণকে প্রতিহত করতে পারে। যেখানে পরমাত্ম-টাচিং রয়েছে, পিওর টাচিং রয়েছে, মিক্সচার নেই, সেখানে মায়ার টাচিং অথবা আক্রমণ অসম্ভব। মায়ার আগমন তো দূর অস্ত টাচ পর্যন্ত করতে পারবে না। মায়া দিব্য বুদ্ধির সামনে সফলতার বরমালা হয়ে যায়, মায়া হয়ে আর থাকে না । যেমন দ্বাপর যুগের রজোগুণী মুনি - ঋষি আত্মারা বাঘ সিংহকে নিজ শক্তির দ্বারা শান্ত করে দিতেন, বাঘ সিংহ সাথী হয়ে যেত, বাহন হয়ে যেত, খেলনা হয়ে যেত - পরিবর্তন হয়ে যায়, তাই না ? তাহলে তোমরা সতোপ্রধান, মাস্টার সর্বশক্তিমান, দিব্য বুদ্ধির বরদানী - তাদের সামনে মায়া কী জিনিস, মায়া শত্রু হওয়ার থেকে পরিবর্তিত হতে পারে না কী ? দিব্য বুদ্ধি বল হল অতি শ্রেষ্ঠ বল। শুধু একে ইউজ করো। সময় যেমন সেই বিধি অনুসারে তাকে ইউজ করো তবে সর্ব সিদ্ধি তোমাদের হাতের তালুতে এসে যাবে। সিদ্ধি কোনো বড় জিনিস নয়, কেবল দিব্য বুদ্ধির সাফাই । আজকাল যেমন জাদুকর হাত সাফাই এর খেলা দেখায়। এই দিব্য বুদ্ধির সাফাই সর্ব সিদ্ধিকে হাতের মুঠোয় এনে দেয়। তোমরা সব ব্রাহ্মণ আত্মারা সর্ব সিদ্ধিকে প্রাপ্ত করেছ, কিন্তু দিব্য

সিদ্ধি গুলি সাধারণ জিনিস নয়। তবেই তো তোমাদের মূর্তি গুলির দ্বারা এখনও পর্যন্ত ভক্তরা সিদ্ধি প্রাপ্ত করবার জন্য যায়। যখন সিদ্ধি-স্বরূপ হয়েছ তবেই তো ভক্তরা তোমাদের কাছে প্রার্থনা জানাতে যায়। তাহলে বুঝতে পেরেছ দিব্য বুদ্ধির চমৎকারিত্ব কী ? স্পষ্ট হল তো দিব্য বুদ্ধির চমৎকারিত্বের বিষয়টি ! কিন্তু আজকে কী দেখা গেল ? কী হতে পারে ? টিচাররা বলো।

টিচার্স তো বাবার সমান মাস্টার শিক্ষক হয়ে গেছ না ? টিচার অর্থাৎ প্রতিটি সংকল্প, বোল আর প্রতিটি সেকেন্ড সেবাতে উপস্থিত - এই রকম সেবাধারীকেই বাপদাদা টিচার বলে থাকেন। সব সময় তো বাণীর দ্বারা সেবা করতে পারবে না। ক্লান্ত হয়ে পড়বে। কিন্তু নিজের ফিচার্স দ্বারা সব সময় সেবা করতে পারো। এতে ক্লান্তির কোনো ব্যাপার নেই। এটা তো করতে পারো তাই না ? টিচার্স তো বাণীর দ্বারা সেবা যথাশক্তি সময় মতোই করবে কিন্তু ফরিস্তা, ফিউচারের ফিচার হয়ে। সঙ্গমযুগের ফিউচার হল ফরিস্তা। তা ফিচার্সে দেখতে পাওয়া গেলে কত ভালো সেবা হবে তবে ? যখন জড়-চিত্র ফিচার্সের দ্বারা অন্তিম জন্ম পর্যন্তও সেবা করছে, তবে তোমরা চৈতন্য শ্রেষ্ঠ আত্মারা নিজেদের ফিচার্সের দ্বারা সহজে সেবা করতে পারো। তোমাদের ফিচার্সে সদা সুখের, শান্তির, খুশীর ঝলক যেন থাকে। দুঃখী, অশান্ত, বিপর্যস্ত যেমনই আত্মা হোক, তোমাদের ফিচার্সের দ্বারা নিজের শ্রেষ্ঠ ফিউচার নির্মাণ করতে পারো। এই রকম অনুভব তো আছে তাই না ? অমৃতবেলায় নিজের ফিচার্সকে চেক করো। যেমন শরীরের ফিচার্সকে তোমরা চেক করে থাকো, তেমনই ফরিস্তা ফিচার্সে খুশীর, শান্তির, সুখের শৃঙ্গার ঠিক আছে কিনা - এটা চেক করো, তাহলে স্বতঃই আর সহজে সেবা হতে থাকবে। সহজ মনে হচ্ছে টিচারদের, তাই না ? এই সেবা তো ১২ ঘন্টাই করতে পারো। বাণীর সেবা তো দুই - চার ঘন্টা করবে। প্ল্যানিং এর কাজ, ভাষণের কাজ করবে তো ক্লান্ত হয়ে পড়বে। এতে তো ক্লান্ত হওয়ার কোনো ব্যাপারই নেই। ন্যাচারাল না ! এমনিতে তো অনুভাবী সকলেই, কিন্তু... বাপদাদা দেখেছেন ফরেনে মানুষ খুব কুকুর বিড়াল পালে। এই রকম খেলনাও এখানে নিয়ে এসেছে। তোমরা অনুভবও খুব ভালো করেছ, কিন্তু কখনো কুকুর চলে আসে, কখনো বিড়াল চলে আসে। তাকে দূরে সরানোতে অনেক সময় লাগিয়ে দাও। কিন্তু আজকে বলেছি না যে, মায়া তোমাদের সফলতার মালা হয়ে যাবে। সকল নিমিত্ত সেবাধারীদের গলায় মালা দৃশ্যমান হচ্ছে। সফলতার মালা রয়েছে নাকি কখনো কখনো মালা থাকা সত্ত্বেও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না ? বাইরে খুঁজতে থাকে যাতে সফলতা প্রাপ্ত হয় । যেমন রানীর গল্পে বলা হয় না যে, গলায় হার রয়েছে অথচ রানী বাইরে খুঁজে চলেছে। এইরকম করো না তো ? সফলতা হল প্রত্যেক ব্রাহ্মণ আত্মার অধিকার । সকল টিচার সফলতার মূর্তি তো ? নাকি পুরুষার্থ মূর্তি, পরিশ্রম মূর্তি ? পুরুষার্থও সহজ পুরুষার্থ হবে, পরিশ্রম যুক্ত নয়। যথার্থ পুরুষার্থের পরিভাষাই হল ন্যাচারাল অ্যাটেনশন । অনেকেই বলে - অ্যাটেনশন তো রাখতে হবে না ! কিন্তু অ্যাটেনশন, টেনশনে বদলে যায়, এটা বুঝতে পারা যায় না। ন্যাচারাল অ্যাটেনশন অর্থাৎ যথার্থ পুরুষার্থী ।

টিচারদের প্রতি বাপদাদার ভালবাসা রয়েছে, সেইজন্য পরিশ্রম করতে দেন না। হৃদয়ের ভালবাসা তো এই রকমই হয়ে থাকে তাই না ? আচ্ছা, এর পরের বার বলবো যে, আর কি কি দেখেছেন ! অল্প অল্প বলবো। সকলের ভিতরে নিজের চিত্র তো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

দেশ বিদেশে সেবার ধুমধাম খুব ভালো হচ্ছে। ভারতের কনফারেন্সও খুব ভালো ভাবে সফল হয়েছে । সফলতার লক্ষণ হল - সফলতার সৌরভে আগত আত্মারা নিজেদের উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে সংখ্যাধিক্য হয়ে চলেছে। ভালো'র লক্ষণ হল এটাই যে, সকলের মধ্যে দেখা - শোনা এবং পাওয়ার আগ্রহ বাড়ছে। এটাই হল ভালোর লক্ষণ । তাই এমন ভেবো না যে - সংখ্যা কম হবে। যদি ভালো কাজ করো তবে ইচ্ছা বাড়বে, তাতে সংখ্যাও বাড়বে। তা সে ফরেন রিট্রিটেই হোক কিম্বা কনফারেন্সে - দুয়ের রেজাল্টই দিন দিন উত্তরোত্তর ভালোর দিকেই দেখা যাচ্ছে। সব থেকে ভালো রেজাল্ট এটাই যে, ফরেনে যেটা বলা হত যে কেবল ব্রহ্মাকুমারীদের নামে কেউ আসবে না। "এখন তো ডায়রেক্ট ব্রহ্মাকুমারীদের আশ্রমে রিট্রিট করতে যাচ্ছে, রাজযোগের জন্য যাচ্ছে" এই রকম মনে করে। এখন তারা যেন পর্দার বাইরে এসেছে, অবগুন্ঠন (ঘোমটা) খুলেছে। মধুবন নিবাসী বা সেবাধারীরা সবাই ভারতের নানান প্রান্ত থেকে এসে সেবা করেছে, মধুবন নিবাসী বা চতুর্দিকের সেবাধারীরা স্নেহের সাথে কোনো বিষয়ের দিকে না তাকিয়ে, আরামের কথা না ভেবে, খুব ভালো ভাবে অক্লান্ত সেবা করেছে। সেইজন্য বাপদাদা চারিদিকের অক্লান্ত সেবার সফলতা প্রাপ্তকারী বিশেষ বাচ্চাদেরকে সেবার অভিনন্দন, হৃদয়ের অভিনন্দন প্রদান করছি। আওয়াজ মুখরিত হয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা -

সর্ব দিব্য বুদ্ধি আধ্যাত্মিক বরদানী আত্মারা, সদা বুদ্ধি-বল'কে সময় অনুযায়ী, কার্য অনুসারে ইউজকারী জ্ঞান-স্বরূপ আত্মাদেরকে, সদা নিজের ফরিস্তা ফিচার্স দ্বারা অখন্ড সেবা করতে থাকা স্বতঃ সহজ পুরুষার্থী আত্মাদেরকে বাপদাদার

স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার ।

ডবল বিদেশী ভাই-বোনেদের আলাদা-আলাদা গ্রুপের সাথে অব্যক্ত বাপদাদার সাক্ষাৎ -

১) সকলে নিজের ভাগ্যকে দেখে আনন্দিত থাকো ? যত আত্মারাই আসুক না কেন, কিন্তু তোমাদের ভাগ্য সর্বদাই রয়েছে । তোমরা তাদেরকে এগিয়ে দিলেও তোমরাই এগিয়ে থাকবে। কেননা যারা অন্যদেরকে এগিয়ে দেয়, তারা স্বতঃই আগেই থাকে। অন্যদেরকে আগে রাখলে তোমাদের পূণ্য জমা হতে থাকবে। তাহলে এগিয়ে যাচ্ছো তো তোমরা তাই না ! সদা এই লক্ষ্য প্রতিটি কদমে যেন থাকে যে, অগ্রসর হতেও হবে আর করাতেও হবে। বাবা যেমন বাচ্চাদেরকে আগে রেখেছিলেন আর স্বয়ং ব্যাকবোন ছিলেন কিন্তু বাচ্চাদেরকে এগিয়ে রাখতেন। তো তোমরাও তো ফলো ফাদার, তাই না ! যেখানে যতখানি বাবাকে ফলো করবে, ততই নম্বর ক্রমানুসারে বিশ্বের রাজ্য সিংহাসনেও নম্বরক্রমে ফলো করবে। সিংহাসন নিতে চাও নাকি কেবল সিংহাসনাসীনকে দেখতে চাও ? (বসতে চাই) সত্যযুগে তো আট জন বসবে, তাহলে কী করবে ? একটু সময়ের জন্য টেস্ট করবে ? যখন বিশ্ব-মহারাজন নিজের মহলে যাবেন, তো তখন বসে দেখবে ? তারপর কী করবে ? এতটা সময় সদা বাবার সাথে খাওয়া দাওয়া করবে, খেলা করবে, পড়াশোনা করবে ততখানি ওখানেও একসাথে থাকবে। তো ব্রহ্মা বাবার প্রতি গভীর ভালোবাসা আছে না ! বাপদাদাও খুশী হন যে ব্রহ্মা বাবার আদরের ব্রহ্মাকুমার আর কুমারীরা রয়েছে ! ব্রহ্মা বাবার সাথে অনেক জন্ম সমীপে থাকবে, সাথে থাকবে। ২১ জন্মের গ্যারান্টি তো আছেই - ভিন্ন নাম রূপে ব্রহ্মার আত্মার সাথে সম্বন্ধে থাকবে। এটা হৃদয়ে অনুভূত হয় নাকি বলছি বলে সেইজন্য বলছো ? ফিলিং আসে ? যত বেশী সমীপতার স্মৃতি থাকবে ততই ন্যাচারাল নেশা, নিশ্চয় স্বতঃতই থাকবে। অন্তর থেকে সদা এটাই অনুভব করো - অনেক বার বাবার সাথী হয়েছি, এখনও আছি আর অনেক বার হতেও থাকব। বাচ্চাদের অবিনাশী পুরুষার্থ দেখে বাপদাদা বিশেষ ভাবে খুশী হন। সর্বদা মা-বাবা আর পরিবারের সকলের ছোট বাচ্চাদের প্রতি অধিক ভালোবাসা থাকে আর সকলের ভালোবাসাই তাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যায়। বাপদাদা সদা দেখতে থাকেন যে কোন্ কোন্ বাচ্চা কতখানি অগ্রসর হয়েছে আর কতখানি সেবার বৃদ্ধি ঘটিয়েছে। সুতরাং সর্বদা এই বরদান স্মরণে রাখবে যে, সদা যেন নিরন্তর আর ন্যাচারাল পুরুষার্থ থাকে। এই বছর এই বরদানকে স্মৃতিতে রেখে স্মৃতি স্বরূপ হতে হবে । প্রত্যেকে যাতে মনে করে যে, এই বরদানটি হল পার্সোনালি 'আমার' বরদান'। আচ্ছা !

২) সকলে তোমরা বিজি থাকো তাই না ! যারা বিজি থাকে তাদের কাছে মায়া আসে না। কেননা তোমাদের কাছে তাকে রিসিভ করবার টাইম নেই। তো এতটা বিজি থাকো নাকি কখনো কখনো রিসিভ করে নাও ? ব্রাহ্মণ হয়েছ কেন ? বিজি থাকার জন্যই তো না ? বাপদাদা মজার ছলে বলেন যে, যারা বিজি থাকে তারাই হল অনেক বড় বড় বিজনেসম্যান। সারাদিনে কত বড় বিজনেস করো ? জানো তার হিসাব ? হিসাব রাখতে জানো ? প্রতিটি কদমে হল পদম গুণ উপার্জন । কদমে পদম - সমগ্র কল্পে এই রকম বিজনেস কেউ করতে পারে না। তাই যতখানি জমা হয় সেই জমার কারণে খুশী অনুভূত হয়। সবচেয়ে বেশী খুশী কার হয়ে থাকে ? নেশার সাথে বলো - 'আমরা খুশী না হলে তবে কে খুশী হবে ?' এই নেশাও হবে কিন্তু নির্মান (নিরহংকারী) । যেমন সুন্দর গাছের চিহ্ন হল - ফলন্ত এবং ফল-ভারে ঝুকে থাকা। এই রকম নেশা রয়েছে ? তো দুই'ই যেন একসাথে থাকে। তোমাদের সকলের ন্যাচারাল জীবনই তো এই রকম হয়ে গেছে - যাকেই দেখবে তো সেই স্মৃতিতে দেখবে যে, ইনি একই পরিবারেরই আত্মা। সেইজন্য ক্ষতিকারক কোনো নেশা নয়। প্রত্যেক আত্মার প্রতি অন্তরের ভালোবাসা স্বতঃতই ইমার্জ হয়ে থাকে । কখনোই কারো প্রতি ঘৃণা আসতে পারে না। কখনো কেউ যদি গালিও দেয় তবুও ঘৃণা আসতে পারে না, মনে কোশ্চেন উঠতে পারে না। যেখানে কোশ্চেন মার্ক থাকবে সেখানে অস্থিরতা অবশ্যই আসবে। ফুলস্টপ যারা লাগায় তারা পাশ হয়ে যায়। ফুলস্টপ তারাই লেখা গাতে পারে - যাদের কাছে শক্তি গুলির ফুল স্টক রয়েছে। আচ্ছা -

বাপদাদা বিদায়কালে সকল বাচ্চাদেরকে হোলির অভিনন্দন জানালেন -

হোলি বাচ্চাদের জন্য সদা হোলি। সদাই জ্ঞান-রঙে রাঙানো। সেইজন্য খাস (বিশেষ) রঙ লাগানোর প্রয়োজন পড়ে না। এরা তো লাগায়ও না, তাই না ? ফরেনে তোমরা তো লাগাও না। সে'সব তো হল মনোরঞ্জন। বাকি রঙে রাঙিয়ে মিকি মাউস হয়ো না। সদা হোলিহংস তোমরা, হোলি থাকো আর হোলি পালন করে থাকা আত্মা তোমরা। অন্যদেরকেও হোলি বানানোর রঙ ছড়িয়ে থাকো। সকল বাচ্চাদেরকে হোলির অভিনন্দন আর তার সাথে সাথে উৎসাহ-উদ্দীপনাময় জীবনে ওড়ার জন্যও অভিনন্দন। আচ্ছা !

বরদানঃ- সাক্ষী ভাবের অচল আসনে বিরাজিত হয়ে অচল-অটল, প্রকৃতিজিৎ ভব

প্রকৃতি যদি অস্থিরতা সৃষ্টি করে কিম্বা নিজের সুন্দর খেলা দেখায় - দুয়ের ক্ষেত্রেই প্রকৃতিপতি আত্মারা সাক্ষী হয়ে খেলা দেখে। খেলা দেখতে মজা লাগে, ঘাবড়ে যায় না। যারা তপস্যার দ্বারা সাক্ষী ভাবের স্থিতির অচল আসনে বিরাজমান থাকার অভ্যাস করে, তাদের প্রকৃতির কিম্বা ব্যক্তির কোনো কথা বা বিষয়ই নাড়াতে পারে না। প্রকৃতি ও মায়ার ৫ - ৫ খেলোয়াড় নিজেদের খেলা খেলছে আর তোমরা সাক্ষী হয়ে দেখো, তখন বলা হবে অচল-অটল, প্রকৃতিজিৎ আত্মা ।

স্লোগানঃ- মন-বুদ্ধিকে এক বাবাতে একাগ্রকারীরাই পূণ্য আত্মা হয়ে ওঠে।

সূচনাঃ - আজ হল মাসের তৃতীয় রবিবার, সকল রাজযোগী তপস্বী ভাই-বোন সন্ধ্যা ৬. ৩০ থেকে ৭.৩০ মিনিট পর্যন্ত, বিশেষ যোগ অভ্যাসের সময় পরমধামের উচ্চ স্টেজে স্থিত হয়ে, সম্পূর্ণ গ্লোবে পবিত্রতার শক্তিশালী কিরণের দ্বারা পবিত্রতা, শান্তি আর শক্তির সকাশ ছড়াবেন।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;